বোধ-অনুশাসিত ব্যাকরণের প্রণালিপদ্ধতি

মোহাম্মদ ইনজামাম*

সারসংক্ষেপ: বোধগণ ব্যাকরণের (cognitive grammar) সাথে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের (generative grammar) প্রধান পার্থক্য হলো সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে ভাষার জন্য স্বতন্ত্র বোধগণ দক্ষতা (cognitive ability) প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বোধগণ ব্যাকরণের মতে, ভাষাদক্ষতা ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো স্বতন্ত্র বোধগণ দক্ষতা প্রস্তাব করার প্রয়োজন নেই। সহজ কথায় যেসব বোধগণ দক্ষতা মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রে স্বীকৃত, সেগুলো কাজে লাগিয়েই মানুষের ভাষাদক্ষতা সৃষ্টি হয়। যে কোনো ব্যাকরণেই ভাষাদক্ষতার বিশ্লেষণ করা হয় ব্যাকরণিক জ্ঞানের প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে। মানুষের ব্যাকরণিক জ্ঞান অজস্র প্রতীকী এককের (symbolic unit) সমন্বয়ে তৈরি হয়। এ এককগুলো বিভিন্ন ক্যাটেগরির সদস্য এবং একাধিক প্রতীকী একক বোধগণ কলাকৌশল মেনে নির্মিতি (construction) সৃষ্টি করতে সক্ষম। একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যপট (scene) থেকে নির্দিষ্ট বক্তব্য তৈরির ক্ষেত্রে নির্মিতিগুলো কীভাবে উক্তিরূপ তৈরি করে, ভাষিক মনোযোগের (linguistic attention) মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বোধগণ ব্যাকরণের তত্ত্ব বর্ণনা করা এবং এ তত্ত্বের সাহায্যে বাংলা বাক্য বিশ্লেষণের বোধগণ প্রণালিপদ্ধতির রূপরেখা প্রস্তাব করা।

চাবিশব্দ: ব্যাকরণিক জ্ঞান, প্রতীকী গোলক, নির্মিতি, নকশা-নমুনা সম্পর্ক, উক্তি

১. ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মানুষেরা জনপদ বিস্তার ও অভিবাসনের মাধ্যমে পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে (Berwick & ChomsKz, 2011, p. 19)। গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে সময়টিই মানবভাষার উন্মেষপর্ব (Atkinson, 2011, p. 348)। মানুষের ভাষাদক্ষতা সৃষ্টি হবার সাথে সাথে মানুষ অন্যসব প্রাণী থেকে অনন্য হয়ে ওঠে। প্রাণিজগতে অন্য কোনো প্রাণীর যোগাযোগব্যবস্থায় মানবভাষার সমূল্য কিছু আছে বা ছিল, এমন প্রমাণ নেই। ভাষা এমন একটি জীববৈজ্ঞানিক দক্ষতা, যা সাকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে নিরাকার চিত্তের প্রকাশ

* এম.ফিল গবেষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটায় (Berwick & ChomsKz, 2011, p. 20)। একটি নিরাকার সম্প্রত্যয় একটি সাকার সম্প্রত্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে কি না, মানুষ প্রাচীনকাল থেকে এ প্রশ্ন করে আসছে। প্লেটোর ‘আধারতত্ত্ব’ (theory of forms) থেকে শুরু হয়ে তত্ত্ব নির্মাণ ও পরিমার্জনের ধারাবাহিকতায় সপ্তদশ শতকের ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত তাঁর বিখ্যাত ‘চিত্ত/দেহ দ্বৈততা’ (mind/body dualism) তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এ তত্ত্বের সারকথা হলো নিরাকার চিত্তকে সাকার দেহের প্রতিষঙ্গ (correspondence) ছাড়াই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (Evans & Green, 2006, p. 44)। ১৯৫৭ সাল পরবর্তী সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীদের ওপর দেকার্তের এ তত্ত্বের প্রভাব অণ্যন্ত গভীর। ১৯৫৭ সালের পরে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ যতবার সংশোধিত হয়েছে অথবা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ অনুসরণ করে যেসব ব্যাকরণ জন্ম নিয়েছে, সবকটি ব্যাকরণের মূলকথা হলো: মানবদেহজাত অভিজ্ঞতাকে (embodied experience) উপেক্ষা করে ভাষাকে গাণিতিকভাবে একটি কম্পিউটেশনাল ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় (Evans & Green, 2006, p. 45)। এ ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের ঘটনাবলি নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার (objective reality out there)। ভাষার কাজ কেবল এ নৈর্ব্যক্তিক মহাবিশ্বের উপস্থাপন করা। এ ধারণার দুর্বল দিকটি হচ্ছে, বাস্তবতা (reality) দেহজাত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই অনুভূত ও অনুধাবিত হয়। তার একটি প্রমাণ এই যে, প্রাণিকুলের রঙ অনুভবের প্রকৃতি অভিন্ন নয়। প্রতিটি প্রাণী তার চোখ ও মস্তিষ্ক যেসব রং অনুমোদন করে, কেবল সেসব রং দেখতে পায় (Evans & Green, 2006, p. 45)। মানবদেহ বাস্তবতার একটি নির্দিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করে এবং এ রূপ মানব প্রজাতির জন্যই নির্দিষ্ট। ভাষার কাজ হলো দেহজাত অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব তৈরি করা (Evans & Green, 2006, p. 45)। অর্থাৎ বাস্তবতা নৈর্ব্যক্তিক নয় এবং ভাষা বাস্তবতার নিরপেক্ষ বর্ণনাও নয়। এ সংক্ষিপ্ত যুক্তিটির নানাবিধ ব্যাখ্যা দ্বারা বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানীরা (cognitive linguist) দেকার্তের তত্ত্বটি খণ্ডন করেন। বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানীরা নিরাকার চিত্তকে সাকার দেহের সাপেক্ষে বর্ণনার ব্যাপারে প্রত্যয়ী। সুতরাং মানবমস্তিষ্কে ভাষার জন্য একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল রয়েছে এবং ওই অঞ্চল নিজস্ব নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের এমন প্রস্তাব বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানীরা অগ্রাহ্য করেন। চিত্ত এবং দেহ সম্পর্কিত সম্প্রত্যয়। তাই যে বোধগণ দক্ষতাসমূহ (cognitive abilities) মানবদেহের বিচিত্র কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, দক্ষতাসমূহই মানবভাষার উদ্ভবের জন্য দায়ী (Evans & Green, 2006, p. 40)। মস্তিষ্কে ভাষার জন্য অনপনেয় সীমারেখা বিশিষ্ট কোনো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নেই এবং ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্বের জন্য কোনো সাংগঠনিক কক্ষবিন্যাসও নেই। বরং বাস্তবতা ধারণারূপে (concept) অনুধাবিত হয় এবং বোধগণ দক্ষতাসমূহ মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে ওই ধারণারাশির সংকেতায়নের যে দক্ষতা নির্মাণ করে, সে দক্ষতার অভিধা হচ্ছে ‘ভাষা’।

২. বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়

বোধগণ দক্ষতাসমূহ কীভাবে মানবভাষা নির্মাণ করে, তা বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্কে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের প্রণালিপদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন সদৃশ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিসদৃশ। বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রণালিপদ্ধতি যে কাঠামোতেই নির্মাণ করতে চান, বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের (cognitive linguistics) দুটো প্রধান প্রত্যয় (key commitments) তাঁদের মেনে চলতে হয়। এর একটি হলো অভিন্নকরণ প্রত্যয় (generalaisation commitment), অন্যটি বোধগণ প্রত্যয় (cognitive commitment) (Evans & Green, 2006, p. 27)। অভিন্নকরণ প্রত্যয় অনুযায়ী মানবভাষার বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট নির্দিষ্ট কিছু অভিন্ন বোধগণ নীতি (cognitive principles) দ্বারা পরিচালিত হয় (যেমন, ক্যাটেগরি, রূপক ইত্যাদি)। বোধগণ ভাষাবিজ্ঞান এসব অভিন্ন বোধগণ নীতির অনুসন্ধান করে, প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করে ও প্রয়োজনে সংশোধন করে । এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যে বোধগণ অভিন্ন নীতিমালা কীভাবে মানবভাষাদক্ষতা নির্মাণ করে। বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদি অ্যাসপেক্টের বিভিন্ন ঘটনাকে ক্যাটেগরিতে বিন্যস্ত করা চলে এবং প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রে ক্যাটেগরিতত্ত্বের সাহায্যে ভাষিক ঘটনাবলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়া যায় (Evans & Green, 2006, pp. 28-29)। ক্যাটেগরি ছাড়া আরেকটি অভিন্ন বোধগণ নীতি হলো রূপক (metaphor) (Croft & Cruse, 2004, p. 194)। বিভিন্ন ভাষায় সাধারণ থেকে অনন্যসাধারণ বাক্য ও অর্থ নির্মাণে মানুষ অনুক্ষণ রূপক নামক বোধগণ দক্ষতা ব্যবহার করছে (এখানে রূপক একান্তই বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা, সাহিত্যে প্রচলিত পরিভাষা নয়)। দ্বিতীয় প্রত্যয় অনুযায়ী অন্যান্য শাস্ত্র যেমন মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শাস্ত্র থেকে মানুষের যেসব বোধগণ দক্ষতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেছে, তার বাইরে অন্য কোনো বোধগণ দক্ষতা প্রস্তাব করে ব্যাকরণ রচনা করা যাবে না। অর্থাৎ শুধু ভাষার জন্যই বিশিষ্ট এমন কোনো বোধগণ নীতির অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না।

বোধগণ ভাষাবিজ্ঞান যখন মানবভাষা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার বর্ণনা দুটি শ্রেণিতে ভাগ হয়ে পড়ে। যেহেতু অর্থ বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, তাই ব্যাকরণ রচনার আগে ভাষাবিজ্ঞানী একটি বোধগণ অর্থবিজ্ঞান (cognitive semantics) প্রস্তাব করবেন (Evans & Green, 2006, pp. 48-49)। বোধগণ অর্থবিজ্ঞানে তাঁরা বাস্তবতার উপস্থাপনা ও বাস্তবতার ধারণানির্মাণ (conceptualization) ব্যাখ্যা করবেন। অর্থবিজ্ঞান রচনার পরে তাঁরা ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হবেন। বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানীরা যত ধরনের ব্যাকরণ রচনা করেছেন ও করবেন, সেগুলোকে একত্রে বোধগণ-অনুশাসিত

ব্যাকরণ (cognitive model of grammar) হিসেবে অভিহিত করা হয়। মানুষের ব্যাকরণিক জ্ঞানের সজ্জাপ্রকৃতি বর্ণনার ভিন্নতার পরিপ্রক্ষিতে বোধ-অনুশাসিত ব্যাকরণ দুটো প্রধান ধারায় ভাগ হয়ে পড়ে। এক একটি হলো বোধগণ ব্যাকরণ (cognitive grammar), অন্যটি নির্মিতি ব্যাকরণ (construction grammar) (Croft & Cruse, 2004, pp. 266,278)। নির্মিতি ব্যাকরণের মতে ব্যাকরণিক জ্ঞান ক্যাটেগরিতত্ত্বের মূলনীতি অনুযায়ী একটিমাত্র কৌশল নির্মিতি (construction) অনুযায়ী সজ্জিত হয় এবং মানুষের ভাষিক প্রকাশ কেবল নির্মিতি বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যদিকে বোধ-অনুশাসিত ব্যাকরণের অধীনে রচিত ল্যাঙ্গেকার-প্রণীত একটি সুপরিকল্পিত ব্যাকরণের অভিধা হল 'বোধগণ ব্যাকরণ' (Croft & Cruse, 2004, p. 278)। এ ব্যাকরণে কোন কোন বোধগণ নীতি অনুযায়ী বাক্য তৈরি হয় এবং কোন পদ্ধতিতে বাক্য তৈরি হয়, তা ব্যাখ্যা করা হয়। এ ব্যাকরণে ব্যাকরণিক জ্ঞান প্রক্রিয়াকরণের জন্য একাধিক বোধগণ কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করা হয় (Langacker, 2008, p. 183)। যেহেতু এ দুই ধারার ব্যাকরণেই প্রথম আলোচ্য বিষয় মানুষের ব্যাকরণিক জ্ঞানের প্রকৃতি বর্ণনা প্রদান, তাই এ পর্যায়ে আমরা ব্যাকরণিক জ্ঞানের সজ্জা ব্যাখ্যা করবো এবং দেখাবার চেষ্টা করবো যে কীভাবে ব্যাকরণিক জ্ঞানের সজ্জাপ্রকৃতি বর্ণনার ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বোধগণ ব্যাকরণ এবং নির্মিতি ব্যাকরণ পরস্পর অপসারী হয়ে পড়ে।

৩. ব্যাকরণিক জ্ঞান (Grammatical Knowledge)

যে কোনো ব্যাকরণগণ তত্ত্ব প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য মানবমস্তিষ্কে ব্যাকরণিক জ্ঞানবিন্যাসের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা প্রদান। বোধগণ ব্যাকরণে মানবভাষার প্রধানতম ভূমিকা সংকেতায়ন (Evans & Green, 2006, p. 476)। সংকেতায়নের প্রক্রিয়াটি ব্যাকরণিক অনুশাসন মেনে সংঘটিত হয়। ব্যাকরণের ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো প্রতীকী একক (symbolic unit) (Evans & Green, 2006, p. 477)। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে প্রতীকী এককের জন্য একটি রূপকাশ্রিত পরিভাষা 'প্রতীকী গোলক' ব্যবহার করছি। বস্তুত প্রতীকী একক নিরাকার। একটি প্রতীকী গোলকে যে কোনো ধারণা দুটি মেরু ঘিরে সজ্জিত হয় (Hamawand, 2011, p. 18)। এর একটি ধ্বনিমেরু (phonological pole), অন্যটি আর্থমেরু (semantic pole)। ধ্বনিমেরুতে যে ধ্বনিপুঞ্জ থাকে, আর্থমেরুতে তার একটি আর্থ উপস্থাপন থাকে। এ দুটো মেরু মিশ্রিত হয়ে প্রতীকী গোলক সৃষ্টি করে। একটি প্রতীকী গোলক মানবমস্তিষ্কে একটি ধারণার (concept) ভাষিক অস্তিত্ব সূচিত করে (Evans & Green, 2006, p. 477)।

উদাহরণস্বরূপ: যে প্রতীকী গোলকের সাহায্যে 'বই' বোধটির ভাষিক প্রকাশ সূচিত হবে, তার ধ্বনিমেরুতে ধারণাটির জন্য বাংলা ভাষার প্রথাসম্মত ধনিপরম্পরা /boi/ অবস্থান গ্রহণ করবে এবং আর্থমেরু প্রকাশ করবে ওই ধ্বনিপরম্পরা দিয়ে সূচিত বস্তুর আর্থ উপাদান। বোধ-অনুশাসিত ব্যাকরণের মূল প্রস্তাব এই যে এ দুই মেরুর পারস্পারিক সম্পর্ক প্রতীকী গোলকের 'অভ্যন্তরীণ' ব্যাপার (Evans & Green, 2006, p. 476)। 'অভ্যন্তরীণ' পরিভাষাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হলো, কোনো ধ্বনিপরম্পরা তার আর্থ প্রতিনিধি ব্যতীত কোনো বোধের ভাষিক প্রকাশ হতে পারে না। দুটো মেরু যখন একে অন্যের প্রতিষঙ্গ হবে, কেবল তখনই প্রতীকী গোলক তৈরি হবে। 'অভ্যন্তরীণ' পরিভাষাটির মাধ্যমে বোধ-অনুশাসিত ব্যাকরণ অর্থকে ভাষার কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বর্ণনা করে। কোনো ধ্বনিপরম্পরা তার অর্থব্যতীত ব্যাকরণের অংশ হতে পারে না এবং কোনো বাহ্যিক বা স্বতন্ত্র যোগসূত্র দ্বারা ওই ধ্বনিপরম্পরার সাথে অর্থকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ বোধ-অনুশাসিত ব্যাকরণ ধ্বনিকক্ষ ও আর্থকক্ষের সাংগঠনিক ধারণা অস্বীকার করে, বরং ধ্বনিমেরু ও আর্থমেরুর ধারণাকে সমর্থন প্রদান করে।

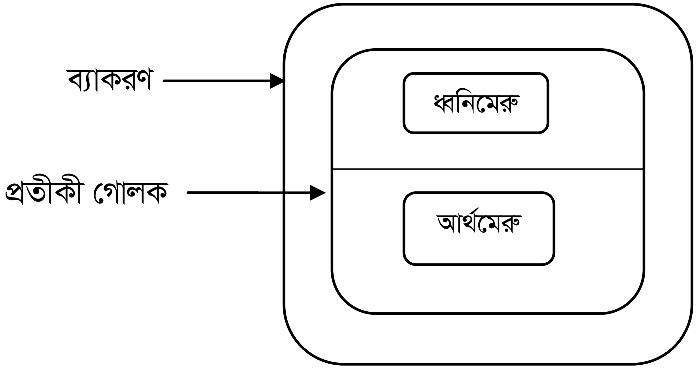

চিত্র-১: ব্যাকরণিক জ্ঞান ও প্রতীকী গোলক

মহাবিশ্বের অগণিত বোধের প্রতিটির জন্য মানবমস্তিষ্কে এক একটি প্রতীকী গোলক রয়েছে। 'বই', 'জামরুল', 'সংবিধান', 'সিংহ', 'পিঁপড়া', 'কবিু', 'গুলো', 'টা'- ইত্যাদি বিভিন্ন বোধের ভাষিক প্রকাশ সূচিত হয় প্রতীকী গোলকের সাহায্যে। অগণিত বোধনির্দেশক অগণিত প্রতীকী গোলক মানবমস্তিষ্কে অগোছালো অবস্থায় থাকে না। গোলকগুলো অবিন্যস্ত থাকলে তাদের সমন্বয়ের জন্য সূত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এ

সূত্রগুলো হবে পুরোপুরি ব্যাকরণিক, যা বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের বোধগণ প্রত্যয় রক্ষা করতে ব্যর্থ। কারণ ওই সূত্রগুলো একান্তই কম্পিউটেশনাল। এসব সূত্র মানুষের বোধগণ দক্ষতার প্রতিনিধি নয়। বস্তুত যে মুহূর্তে কোনো প্রতীকী গোলক মানবমস্তিষ্কে উপস্থাপিু হয়, তখন সেটি মানুষের বোধগণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়। বোধ-অনুশাসিত ব্যাকরণ প্রতীকী গোলকের বিন্যাস ব্যাখ্যা করে এমনভাবে, যেন উক্তি তৈরিতে কোনো সূত্রের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন না পড়ে; যেন কেবল বোধগণ দক্ষতার সাহায্যে এসব প্রতীকী গোলক কীভাবে উক্তি নির্মাণ করে, তা বর্ণনা করা যায়।

বোধগণ ব্যাকরণে প্রতীকী গোলকই হলো ব্যাকরণিক জ্ঞানের একক। অর্থাৎ আমাদের একটি অর্থকেন্দ্রিক বোধগণ সম্পদ (inventory) রয়েছে। প্রতিটি প্রতীকী গোলকের সাথে বোধ অনুসারে অজস্র প্রতীকী গোলকের সম্পর্ক থাকে। ফলে প্রতীকী গোলকগুলো বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে। বোধগণ ব্যাকরণের প্রবক্তা ল্যাঙ্গেকার এ নেটওয়ার্কে প্রতীকী গোলকগুলোর মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন (Evans & Green, 2006, p. 502)। প্রথমটি হলো সংকেতায়ন, যার সাহায্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক মেরু যুক্ত হয় আর্থমেরুর সাথে। দ্বিতীয়টি হলো ক্যাটেগরাইজেশন, যার সাহায্যে একাধিক প্রতীকী গোলক একই ক্যাটেগরির অধীনস্থরূপে গণ্য হয়। যেমন 'লিচু' এবং 'ফল'-এর প্রতীকী গোলক ক্যাটেগরাইজেশনের মাধ্যমে যুক্ত এ মর্মে যে 'লিচু', 'ফল' ক্যাটেগরির একটি সদস্য। সুতরাং ক্যাটেগরাইজেশনের সাহায্যে মানবমস্তিষ্কে প্রতীকী গোলকগুলো অজস্র ক্যাটেগরিতে বিন্যস্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় সম্পর্কের নাম 'সমন্বয়', যার সাহায্যে একটি ক্যাটেগরির সদস্যসমূহ অন্যান্য ক্যাটেগরির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। এ ক্যাটেগরাইজেশন এবং সমন্বয় মানুষের বোধগণ দক্ষতা অনুযায়ী সাধিু হয়। সুতরাং উক্তি তৈরির জন্য আমরা কোনো নৈর্ব্যক্তিক যান্ত্রিক গাণিতিক সূত্রের সাহায্য নিচ্ছি না। মানুষের বোধগণ দক্ষতা যে ব্যাকরণিক প্রবণতা তৈরি করে, তার সাহায্যে উক্তি নির্মিত হয়। 'সমন্বয়'-এর ওপর ভিত্তি করে বোধগণ ব্যাকরণ প্রতীকী গোলককে মৌলিক এবং যৌগিক এ দুই প্রকরণে বিন্যস্ত করতে চায়। একটি মৌলিক প্রতীকী গোলক সমন্বয় সম্পর্ক মেনে আরেকটি মৌলিক প্রতীকী গোলকের সাথে যুক্ত হতে পারে । নবনির্মিত এ গোলকটিকে আমরা যৌগিক প্রতীকী গোলক বলতে চাই ।

চিত্র ২: যৌগিক গোলক বা নির্মিতি

সুতরাং যে প্রতীকী গোলকের মাঝে অন্য কোনো গোলকের অংশ নেই, সেটিই মৌলিক প্রতীকী গোলক। যখন একটি গোলক আরেকটি গোলকের অংশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ যখন যৌগিক গোলক তৈরি হয়, তখন আমরা বলি একটি নির্মিতি (construction) তৈরি হলো। একটি নির্মিতি ভিন্ন কোনো বড় নির্মিতির (larger construction) অংশ হয়ে পড়তে পারে, বৃহত্তর নির্মিতিটি তারও চেয়ে বড় কোনো নির্মিতির অংশ হয়ে যেতে পারে। এভাবে ছোট নির্মিতির ওপর ভর করে অতি বৃহৎ নির্মিতি তৈরি হতে পারে ।

অন্যদিকে নির্মিতি ব্যাকরণে মৌলিক প্রতীকী গোলকগুলোকে সরাসরি নির্মিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুই মেরুবিশিষ্ট যে প্রতীকী গোলকটির কথা বলা হচ্ছে, সেটি আসলে একটি নির্মিতি (Croft & Cruse, 2004, p. 258)। এ কথার অর্থ হলো ব্যাকরণের কোনো একক নেই, যে এককগুলো বিন্যস্ত করে আমরা উক্তি পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারি। বরং মানুষের বোধজাত অভিজ্ঞতার ভাষিক প্রকাশ সূচিতই হয় নির্মিতি হিসেবে। সুতরাং এ ব্যাকরণের প্রস্তাব হলো মানবমস্তিষ্কে ব্যাকরণিক জ্ঞানের উপস্থাপনের গঠনটা একহারা। 'নির্মিতি' নামক একটিমাত্র প্রক্রিয়ার সাহায্যে বোধজাত অভিজ্ঞতা ব্যাকরণিক জ্ঞান হিসেবে সঞ্চিত হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আকারের নির্মিতি তৈরিতে অংশ নেয়।

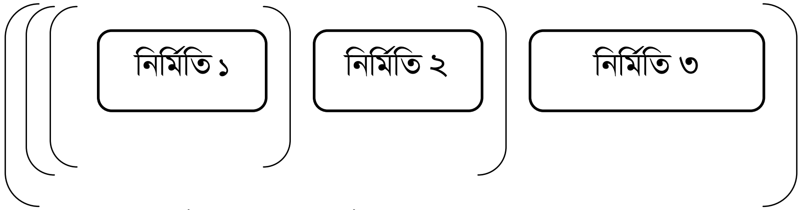

চিত্র ৩: নির্মিতি ব্যাকরণে নির্মিতি (Croft & Cruse, 2004, p. 256)

নির্মিতি ব্যাকরণে প্রতীকী গোলকের নেটওয়ার্কের পরিবর্তে নির্মিতিগুলোর নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। নির্মিতিগুলো বিশেষ বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করে। বিন্যাসহীনভাবে নির্মিতিগুলো মানবমস্তিষ্কে সঞ্চিত হয় না (Croft & Cruse, 2004, p. 262)।

৪. নকশা-নমুনা সম্পর্ক (Schema-Instance relationship)

বোধগণ ব্যাকরণ অনুসারে ব্যাকরণিক জ্ঞান নকশা-নমুনা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নেটওয়ার্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (Evans & Green, 2006, p. 504)। একটি উক্তিতে আমরা

যেসব আভিধানিক উপাদান (lexical elements) ব্যবহার করি, তাদের জন্য নির্ধারিত প্রতীকী গোলকে ধ্বনিমেরুর বিপরীতে আর্থমেরুতে পরিষ্কার নির্দিষ্ট আর্থ উপাদান (specific meaning) থাকে। আভিধানিক উপাদানের প্রতীকী গোলকগুলো ব্যাকরণিক ব্যবস্থার (grammatical system) অধীনে একটি মুক্তশ্রেণি উপব্যবস্থা (open-class subsystem) তৈরি করে। কিন্তু উক্তিতে যেসব ব্যাকরণিক উপাদান (grammatical elements) ব্যবহৃত হয়, তাদের প্রতীকী গোলকের আর্থমেরুতে কোনো স্পষ্ট অর্থের অবস্থান গ্রহণ অসম্ভব। কারণ এগুলো মুক্তশ্রেণির উপাদানের মতো কোনো নির্দিষ্ট বোধ নির্দেশ করে না, বরং মুক্তশ্রেণির বোধগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ভূমিকা পালন করে। এরা বদ্ধশ্রেণির প্রতীকী গোলক (closed-class subsystem)। বদ্ধশ্রেণির প্রতীকী গোলকের আর্থ উপাদানের পরিবর্তন ঘটে না, বহুবচনবাচক বোধ সর্বদা বহুবচনবাচকতাই নির্দেশ করে। ঘটনাজগতে বদ্ধশ্রেণির গোলকের সুনির্দিষ্ট নমুনা না থাকায় বদ্ধশ্রেণির গোলকের আর্থ উপাদান নকশাবৎ (schematic)।

সুতরাং বোধগণ ব্যাকরণে ব্যাকরণিক উপাদানগুলোকে কেবল বাক্যিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয় না, যেমনটা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে করা হয়। সুতরাং বোধগণ ব্যাকরণে আভিধানিক শব্দশ্রেণি এবং ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির মাঝে রৌপবাক্যতাত্ত্বিক বিভাজন অপ্রয়োজনীয়। বরং দুই শ্রেণির প্রতীকী গোলকের আর্থমেরুর উপাদানের স্পষ্টতা-অস্পষ্টতা একটি কন্টিনাম হিসেবে বর্ণিত হবে। কন্টিনামে আর্থমেরুর উপাদান যত সুনির্দিষ্ট হতে থাকবে, গোলকটি তত মুক্তশ্রেণি উপব্যবস্থার উপাদান হিসেবে আচরণ করবে (Croft & Cruse, 2004, p. 272)। গোলকটির আর্থ উপাদান যে মাত্রার নকশাবৎ, গোলকটি সে মাত্রায় বদ্ধশ্রেণি উপব্যবস্থার প্রতিনিধি করে।

উদাহরণ হিসেবে, 'গরু', 'লিচু', 'বই' ইত্যাদি বোধের প্রতীকী গোলকের আর্থ উপাদান নির্দিষ্ট, কারণ ঘটনাজগতে এদের নির্দিষ্ট নমুনা (instance) রয়েছে। অন্যদিকে 'গুলো' বহুবচনবাচক বোধটির গোলকের আর্থ উপাদান নকশাবৎ। এ দু'ধরনের বোধের সন্নিবেশনের ফলে 'গরুগুলো', 'লিচুগুলো', 'বইগুলো' ইত্যাদি বোধ সূচিত হবে। এসব বোধের জন্য দুটো প্রতীকী গোলকের সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়বে। এ সমন্বয়কে প্রতীকী গোলক উপস্থাপনার সূত্র[১] অনুসারে নিম্নোক্তরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

[১] একটি মৌলিক গোলকের দুই মেরুকে দুটো আলাদা তৃতীয় বন্ধনীর সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং এদের মাঝে স্ল্যাশ (/) দিয়ে মেরু দুটির মিশ্রণ বোঝানো হয়। ধ্বনিমেরুতে আইপিএ এবং আর্থমেরুতে প্রচলিত লিপি ব্যবহৃত হয়। দুই মেরুর নির্ধারিত বন্ধনীগুলো আরেকটি

(১) [[[বই] / [boi]]-[[বহুবচন] / [gulo]]]

(২) [[[গরু] / [goru]]-[[বহুবচন] / [gulo]]]

প্রতীকী গোলক উপস্থাপনার সূত্র অনুসারে ‘বই’ এবং ‘গুলো’র প্রতীকী গোলকদ্বয় সমন্বিত হয়েছে অর্থাৎ একাধিক মৌলিক গোলকের সমন্বয়ে একটি যৌগিক গোলক তৈরি হয়েছে। ল্যাঙ্গেকার বলতে চান, (১) এবং (২)-এর যৌগিক গোলকগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে (Langacker, 2008, p. 167)। প্রতিটি যৌগিক গোলকে বহুবচনবাচক গোলকটি নির্মিতি গঠনের জন্য একটি বস্তুকে আহ্বান করে। এ সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি (১) এবং (২)-এর গোলকগুলোর একটি নকশা (Schema) নিম্নোক্তরূপে উপস্থাপন করতে চান:

(৩) [[[বস্তু] / [ ]]-[[বহুবচন] / [gulo]]]

অর্থাৎ মৌলিক গোলকের চেয়ে বড় যে যৌগিক গোলকগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলো একটি নকশা (schema) প্রদান করে (Evans & Green, 2006, p. 505)। নকশায় একটি গোলক অপরিবর্তনীয় এবং এ নকশা তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন পরিবর্তনীয় ফাঁকা গোলকটিতে কোনো নির্দিষ্ট বোধ নমুনা (instance) হিসেবে সমন্বিত হবে। নমুনা বলার কারণ এই যে নকশাটি এই নমুনায়নের মাধ্যমে বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে। যেমন ‘আমগুলো’, ‘বইগুলো’, ‘লিচুগুলো’-র মাধ্যমে একাধিক আম, বই এবং পেয়ারা নির্দেশ করা হয়। ।

এভাবে একটি বৃহত্তর নির্মিতি নকশা তৈরি করে এবং ক্ষুদ্রতর নির্মিতি তাতে অংশ নিয়ে নকশাটির নমুনায়ন ঘটায়। বৃহত্তর নকশাটি একটি স্বতন্ত্র নির্মিতি হিসেবে তারও চেয়ে বড় কোনো নকশায় নমুনা হিসেবে সমন্বিত হতে পারে (Croft & Cruse, 2004, p. 263)।

বোধগণ ব্যাকরণ ও নির্মিতি ব্যাকরণের মূল পার্থক্য এখানে যে বোধগণ ব্যাকরণ মৌলিক প্রতীকী গোলকগুলোকে নির্মিতি হিসেবে গ্রহণ করে না। নির্মিতি ব্যাকরণ মৌলিক প্রতীকী গোলকগুলোকেই প্রথম নির্মিতি হিসেবে বিবেচনা করে, যেগুলো পরে বৃহত্তর

তৃতীয় বন্ধনীর মাঝে রাখা হয়। অর্থাৎ এ বড় তৃতীয় বন্ধনীটি মৌলিক গোলকের উপস্থাপক। দুটি মৌলিক গোলক যখন নির্মিতি তৈরি করে, তখন মৌলিক গোলকগুলোর বন্ধনী দুটি আরো বড় তৃতীয় বন্ধনীর মাঝে রাখা হয়। এখানে আর্থমেরু [বই] ধ্বনিমেরু [boi] এর সাথে মিশ্রিত হয়ে ‘বই’ এর মৌলিক গোলক [[বই]/ [boi]] তৈরি করে। এটি [[বহুবচন]/ [gulo]]-র সাথে সমন্বিত হয়ে [[[বই]/ [boi]]-[[বহুবচন]/ [gulo]]] নির্মিতি তৈরি করে।

নির্মিতির অংশ হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ ব্যাকরণিক জ্ঞান একক হিসেবে সঞ্চিত হয়, না কি নির্মিতি হিসেবে বিন্যস্ত হয়, এ ব্যাপারটিতে বোধগণ ব্যাকরণ ও নির্মিতি ব্যাকরণের পথ আলাদা হয়ে যায়। বোধগণ ব্যাকরণে ব্যাকরণিক জ্ঞানের একক হলো মৌলিক প্রতীকী গোলক। এ প্রতীকগুলো বিভিন্ন বোধগণ কলাকৌশল (cognitive mechanism) মেনে নির্মিতি পর্যায়ে উন্নীত হয়। অন্যদিকে নির্মিতি ব্যাকরণে অভিজ্ঞতাজাত বোধ নির্মিতি হিসেবে বিন্যস্ত হয়, অর্থাৎ ব্যাকরণিক জ্ঞান সমসত্ত্ব। মানুষের ব্যাকরণিক জ্ঞান একটি মাত্র বোধগণ দক্ষতা 'নির্মিতির' মাধ্যমে উক্তি তৈরির পথে অগ্রসর হয়।

নকশা-নমুনা সম্পর্ক আলোচনার পর আমরা দেখব কিভাবে একটি ক্ষুদ্রতর নির্মিতি একটি নকশায় সমন্বিত হয় অর্থাৎ প্রতীকী গোলকগুলোর সমন্বয় কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে। বোধগণ ব্যাকরণে এবং নির্মিতি ব্যাকরণ দুটোতেই মানুষের ব্যাকরণিক জ্ঞানের প্রকৃতি বোধগণ দক্ষতার আলোচিত ভিত্তিতে হয়। দুটো ব্যাকরণই নিজেদের প্রস্তাবিু ক্ষুদ্রতম এককে ধ্বনিমেরু ও আর্থমেরুর অবস্থান স্বীকার করে। ফলে এ দুই ব্যাকরণেই অর্থকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করা হয়। কিন্তু দুই ব্যাকরণে ক্ষুদ্রতম এককটির গুণগণ পার্থক্য রয়েছে। তাই নির্মিতি তৈরিতে এ দুই ব্যাকরণ ভিন্ন পথের আশ্রয় নেয়। ক্ষুদ্রতর নির্মিতিগুলোর মধ্যকার বোধগণ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে নির্মিতি ব্যাকরণ কয়েকটি প্রকরণে ভাগ হয়। বোধগণ ব্যাকরণ মৌলিক প্রতীকী একককে নির্মিতি হিসেবে স্বীকার না করায় তার নির্মিতি সৃষ্টির কাজটি শুধু এককের সমন্বয়ে সম্পাদিু হয়। শুধু প্রয়োজনীয় বোধগণ কলাকৌশল আবিষ্কার করে নিলেই ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হয়। তাই বোধগণ ব্যাকরণ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি। প্রবন্ধের লক্ষ্য অনুযায়ী আমরা কেবল বোধগণ ব্যাকরণের আলোকে নির্মিতি সৃষ্টির কলাকৌশল বর্ণনা করব।

৫. নির্মিতি সৃষ্টির কলাকৌশল

বোধগণ ব্যাকরণের প্রস্তাবনায় দুটো মৌলিক প্রতীকী গোলকের সমন্বয়ে নির্মিতি সৃষ্টির জন্য চারটি কলাকৌশলের (mechanism) কথা বলা হয়। প্রতিটি মৌলিক প্রতীকী গোলকের যোজনশক্তি (valence) রয়েছে এবং এ যোজনশক্তি ঐ চারটি কলাকৌশলের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় (Langacker, 2008, p. 183)। এ চারটি কলাকৌশলের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হলেই কেবল দুটো মৌলিক প্রতীকী গোলক সমন্বিত হয়ে একটি নির্মিতি তৈরি করতে পারবে, অথবা দুটি নির্মিতির সমন্বয়ে একটি বড় নির্মিতি সৃষ্টি হতে পারবে। কলাকৌশল চারটি হলো: প্রতিষঙ্গ কৌশল, নির্ভরতা কৌশল, নির্ধারণ কৌশল, ঔপাদানিক কৌশল (Hamawand, 2011, p. 30)।

৫.১ প্রতিষঙ্গ কৌশল (Correspondence)

দুটি মৌলিক প্রতীকী গোলক কেবল তখনই নির্মিতি সৃষ্টিতে অংশ নেয়, যদি তারা বোধগণ বিচারে একে অন্যের প্রতিষঙ্গরূপে গণ্য হয়। প্রতীকী গোলকগুলোর আর্থমেরুতে কিছু না কিছু অভিন্ন বোধগণ উপাদান থাকলে তারা একে অন্যের প্রতিষঙ্গ বলে গণ্য হবে। অবশ্য তাদের প্রতিষঙ্গতার মাত্রা নির্ভর করবে তাদের আর্থমেরুতে অভিন্ন উপাদানের পরিমাণের ওপর। যেসব প্রতীকী গোলকের আর্থমেরুতে অভিন্ন আর্থ উপাদানের পরিমাপ শূন্য, তারা নির্মিতি তৈরিতে অংশ নেয় না। ফলে অধর্ম, অদরকারি, অসংখ্য, অপ্রচুর ইত্যাদি নির্মিতি নঞর্থকতার সূত্রে অনুমোদিত। কিন্তু 'অবোতল'-এর 'অ' এবং 'বোতল' পরস্পরের প্রতিষঙ্গ নয় (এ ব্যাপারটির বিশদ আলোচনা করা হয় বোধগণ অর্থবিজ্ঞানে)। কারণ বোতলের আর্থমেরু নঞর্থক সংজ্ঞাপন অনুমোদন করে না।

৫.২ নির্ভরতা কৌশল (Dependency)

আমরা (১) নির্মিতিটি বিবেচনা করি। 'বইগুলো' নির্মিতিতে 'বই' এবং 'গুলো' পরস্পরের বচনবাচকতার সূত্রে পরস্পরের প্রতিষঙ্গ। কিন্তু শুধু প্রতিষঙ্গ হলেই তারা নির্মিতি সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যোজনশক্তি অর্জন করতে পারবে না। দুটো মৌলিক প্রতীকী গোলক তখনই নির্মিতি তৈরি করবে, যদি তাদের কোনো একটি অর্থগণ নির্দিষ্টতা অর্জনের জন্য অন্যটির ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। (১) নির্মিতিটির ক্ষেত্রে বোধগণ ব্যাকরণ বলবে যে 'বই' প্রতীকী গোলকটি স্বায়ত্তশাসিত (autonomous)। কোনো বৃহত্তর নকশায় নমুনা হিসেবে না বসেও এটা অর্থ প্রকাশে সক্ষম। কিন্ত 'গুলো'র আর্থমেরু নকশাবৎ। সুতরাং 'গুলো' (৩)-এর মতো নকশা তৈরি করবে এবং এ নকশায় কোনো স্বায়ত্তশাসিত গোলক নমুনা হিসেবে বসবে। ফলে 'গুলো' তার আর্থ উপাদানের অভাবমোচনের জন্য 'বই'-এর ওপর নির্ভর করে। আর্থ উপাদানের অভাবসূত্রে 'গুলো', 'বই'-এর সাথে নির্ভরতা কৌশলে আবদ্ধ।

৫.৩ নির্ধারণ কৌশল (Determinacy)

প্রতিটি মৌলিক প্রতীকী গোলকের জন্য ঘটনাজগতে একটি ঘটনা রয়েছে। যখন দুটো গোলক সমন্বিত হয়, তখন একটি গোলক পুরো নির্মিতিকে বিম্ব (profile) দান করে (Evans & Green, 2006, p. 537)। এ গোলকটিই নির্মিতির প্রধান গোলক, কারণ এটির বিম্বই নির্মিতিটির বিম্ব নির্ধারণ করে। প্রধান এ প্রতীকী গোলকটির অভিধা 'বিম্ব

নির্ধারক' (profile determinant); সাংগঠনিক ব্যাকরণে এর তুল্য অভিধা 'শির'। (১) নির্মিতিটিতে আমরা দেখি 'বই' গোলকটি বস্তুনির্দেশ করে এবং 'গুলো' গোলকটি একটি ব্যাকরণিক ভূমিকা নির্দেশ করে। তাদের সমন্বয়ে তৈরি 'বইগুলো' নির্মিতিটি নির্দেশ করে বস্তুকে। সুতরাং 'বইগুলো' নির্মিতিটির জন্য 'বই' গোলকটি হল বিম্ব নির্ধারক। অর্থাৎ দুটি মৌলিক গোলকের যে সমন্বয়ে একটি নির্মিতি তৈরি হলে, নির্মিতিটির বিম্ব যে কোনো একটি গোলকের বিম্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৫.৪ ঔপাদানিক কৌশল (Constituency)

প্রয়োজনীয় যোজনশক্তি অর্জনকল্পে প্রণীত ওপরের তিনটি কলাকৌশলের পূর্ণতাসাধন করে ঔপাদানিক কৌশল। যখন দুটি প্রতীকী গোলক ওপরের তিনটি কৌশলের সব চাহিদা পূরণ করে, তখন গোলকদুটি একটি নির্মিতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় (Hamawand, 2011, p. 34)। ঔপাদানিক কৌশলের সাহায্যে মূলত বৃহদাকার নির্মিতির ভেতর সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্রতর নির্মিতি শনাক্ত করা যায়।

৬. নির্মিতি বিরচন

নির্মিতি সৃষ্টির কলাকৌশল বর্ণনার পরে আমরা দেখতে চাই একটি বিশেষ ঘটনার জন্য বক্তা প্রয়োজনীয় নির্মিতিগুলোর (যেগুলো কলাকৌশলের শর্ত মানে) সংকলনের মাধ্যমে কিভাবে উক্তি তৈরি করে। বক্তা যখন ঘটনাজগতের কোনো একটি ঘটনার মুখোমুখি হয়, আমরা বলব বক্তা একটি দৃশ্যপটের (scene) মুখোমুখি হয়েছে। এ দৃশ্যপট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য কী করে উক্তিতে পরিণত হবে, তা দৃশ্যপটটির প্রতি বক্তার ভাষিক মনোযোগের (attention) প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে (Langacker, 2008, p. 57)। এ মনোযোগ মনোবৈজ্ঞানিক অভিধা নয়, এটি ল্যাঙ্গেকারের ব্যাকরণে একটি ভাষিক অভিধা। উক্তি তৈরির জন্য বক্তা দৃশ্যপটের ওপর যে মনোযোগ প্রয়োগ করে, তার লক্ষ্য হলো প্রয়োজনীয় ভাষিক উপাদানগুলোর বিন্যাস ঘটানো। ভাষিক মনোযোগ তিনটি পথে প্রযুক্ত হয়। যথা: নির্বাচন, প্রেক্ষাপট, পরিশীলন (Evans & Green, 2006, p. 536)। আমরা নিচের নির্মিতিদুটো বিবেচনা করি:

(৪) বাবা অনুষ্ঠানে যাচ্ছে না।

(৫) অনুষ্ঠানে বাবার যাওয়া হচ্ছে না।

এ নির্মিতি দুটি বাংলাভাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্য। একাধিক ক্ষুদ্রতর নির্মিতি বোধগণ কৌশল মেনে এ নির্মিতিগুলো তৈরি করবে। বোঝাই যাচ্ছে, এ নির্মিতিগুলোর সংশ্লিষ্ট দৃশ্যপট অভিন্ন, কিন্তু উক্তিরূপ ভিন্ন। একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যপট থেকে বিভিন্ন তথ্য নির্মিতির মধ্যে বিভিন্ন পথে সন্নিবেশিত হতে পারে। বিভিন্ন ধারা ও মাত্রায় তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার কৌশলকে বলা হয় কনস্টুয়াল। একই দৃশ্যপটের একই বক্তব্যের (message) উক্তিরূপ কী করে ভিন্ন হলো, তা ভাষিক মনোযোগের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৬.১ নির্বাচন (selection)

বক্তা প্রথমেই সংশ্লিষ্ট দৃশ্যপট থেকে নির্বাচন করেন দৃশ্যপটের কোন কোন অংশে তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হবে। একটি দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদানের মাঝে বোধগণ শক্তি (cognitive energy) বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চিত হতে পারে। বোধগণ শক্তি বলতে আমরা দৃশ্যপটের একটি নির্দিষ্ট উপাদানের আবেদনের মাত্রাকে বুঝি। বক্তা যখনই কোনো দৃশ্যপটের মুখোমুখি হয়, তখন সে তার বোধগণ দক্ষতারাজির সাহায্যে দৃশ্যপটের কেবল নির্দিষ্ট কিছু অংশকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক হিসেবে নির্বাচন করে। দৃশ্যপটের নির্বাচিত অংশগুলো তাদের জন্য নির্ধারিত বোধগণ আধারকে (cognitive domain) উদ্দীপ্ত করে (Evans & Green, 2006, pp. 538-539)। আধার হলো পরস্পর অন্বিত সম্প্রত্যয়ের বোধগণ সমষ্টি (Croft & Cruse, 2004, p. 44)।

নির্মিতি (৪)-এর সাহায্যে নির্বাচনের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক। সংশ্লিষ্ট দৃশ্যপটের 'বাবা' প্রাসঙ্গিক উপাদান হিসেবে নির্বাচিত হলে তার জন্য নির্ধারিত 'আত্মীয়তাবাচক' (kinship) আধারকে উদ্দীপ্ত করবে। আধারের উদ্দীপন এজন্য জরুরি যে আধারটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'বাবা'র যোজনশক্তি নির্ণীত হয়। আত্মীয়তাবাচক আধার একটি বড় আধার, যেখানে 'বাবা' ছাড়াও আরো অনেক সম্প্রত্যয়– যেমন, 'মা', 'মামা', 'ভাই' ইত্যাদি অবস্থিত। অর্থাৎ 'বাবা' পুরো আধারটিকে উদ্দীপ্ত না করে আধারে 'বাবা'র জন্য নির্ধারিত অংশটুকুকে উদ্দীপ্ত করবে। 'বাবা' আত্মীয়তাবাচক আধারে তার নিজের জন্য নির্ধারিত বিম্বকে (profile) উদ্দীপ্ত করবে। অর্থাৎ আধারকে অবলম্বন (base) হিসেবে নিয়ে 'বাবা' তার বিম্বকে উদ্দীপ্ত করছে। এ থেকে আধারের একটি সংজ্ঞা দেয়া যায় যে একাধিক বিম্ব যে অবলম্বনটি (base) ব্যবহার করে, সেটি আধার (Croft & Cruse, 2004, p. 15)।

এখন নির্মিতি (৪)-এর ক্ষেত্রে বক্তা যখন সংশ্লিষ্ট দৃশ্যপটের সম্মুখীন হয়, তখন এ দৃশ্যপট থেকে বক্তা নির্দিষ্ট কিছু উপাদান– যেমন, 'বাবা', 'অনুষ্ঠান', 'যাওয়া' ইত্যাদি এবং আরো অনেক উপাদান (যেগুলো এ নির্মিতিতে বর্জিত) নির্বাচন করে এবং নির্বাচিত ধারণাগুলোর জন্য নির্ধারিত আধারে সুনির্দিষ্ট বিম্ব তৈরি করে। ফলে বক্তার সাপেক্ষে অপ্রাসঙ্গিক এমন কোনো উপাদান নির্মিতি তৈরিতে অংশ নেয় না।

নির্বাচিত বোধগুলো বিম্বনির্দেশের কাজ সম্পন্ন করলে বিম্বগুলো সংশ্লিষ্ট ভাষিক উপাদান (linguistic expression) অনুসন্ধান শুরু করে (Evans & Green, 2006, p. 537)। যেমন 'বাবা'র বিম্ব এখন প্রতীকী গোলকের নেটওয়ার্ক থেকে 'বাবা', 'আব্বা', 'আব্বু' ইত্যাদি ভাষিক রূপকে উদ্দীপ্ত করবে। বিম্বগুলোর বিভিন্ন ভাষিক রূপ উদ্দীপ্ত করার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় সংকেতায়ন (coding)।

৬.২ প্রেক্ষাপট (Perspective)

দৃশ্যপট থেকে আধার নির্বাচন, বিম্ব সৃষ্টি ও সংকেতায়নের কাজ শেষ হলে ভাষিক রূপগুলোর নির্মিতি নির্মাণের কাজ শুরু হবে। বক্তা ও দৃশ্যপটের পারস্পারিক অবস্থানের বিভিন্ন বিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকরণের নির্মিতি তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে । বক্তা যে প্রেক্ষাপটে দৃশ্যপট অনুধাবন করে, সে অনুযায়ী দৃশ্যপটের একটি নির্দিষ্ট উপাদানের আবেদন (prominence) বেড়ে যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট উপাদান যে আবেদন নিয়ে অনুধাবিু হবে, তার ওপর নির্ভর করবে উপাদানটি কনস্ট্রুয়ালে কী ধরনের ব্যাকরণিক ভূমিকা পালন করবে।

একটি কনস্টুয়ালে কোন উপাদান কর্তাভূমিকা এবং কোন উপাদান কর্মভূমিকা পালন করবে, তা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নির্ধারিত হয় (Langacker, 2008, p. 77)। বক্তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দৃশ্যপটের বিভিন্ন অংশে বোধগণ শক্তির তীব্রতা ভিন্ন হয়। ল্যাঙ্গেকার ব্যাপারটি 'কৃতিপরম্পরা' (action chain) বলে একটি কৌশলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চান। কৃতিপরপম্পরা কৌশলটি বিলিয়ার্ড বলের রূপকে ব্যাখ্যা করা হয়। ধরা যাক, দুটি স্থির বিলিয়ার্ড বলের একটিকে কিউ দিয়ে আঘাত করা হলো। ফলে বলটি গতিশীল হলো। অর্থাৎ কিউ থেকে বলটিতে শক্তি স্থানান্তরিত হলো। এখন গতিশীল এ বলটি যদি দ্বিতীয় বলে আঘাত করে, তবে দ্বিতীয় বলটি গতিশীল হবে এবং প্রথম বলটি থমকে যাবে অথবা সেটির গতি কমতে থাকবে। অর্থাৎ প্রথম বলটি থেকে শক্তি দ্বিতীয় বলটিতে স্থানান্তরিত হবে। বিলিয়ার্ড বলের মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তরের এ প্রক্রিয়াটিকে

কৃতিপরম্পরা বলা হয়। কৃতিপরম্পরায়ে যেসব বল অবস্থান করে, তারা নির্দিষ্ট ক্রমে শক্তি সঞ্চারণ করতে পারবে।

কৃতিপরম্পরার সাহায্যে কোনো দৃশ্যপটের উপাদানগুলোর মাঝে শক্তিসঞ্চারণের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হয় এবং এজন্য বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় শাখাটি অর্থাৎ বোধগণ অর্থবিজ্ঞানের কিছু ধারণাকে কাজে লাগানো হয়। নির্মিতি (৪) সংশ্লিষ্ট দৃশ্যপটের মধ্যে 'বাবা' কৃতিপরম্পরাটির সূচনা ঘটায়, কারণ না যাওয়ার কাজটা করবে 'বাবা'। 'বাবা' এ কৃতিপরম্পরায় এজেন্ট। যে উপাদান এ এজেন্টের কাজের পরিণতি প্রত্যক্ষ করবে, তার অভিধা প্যাশেন্ট। অর্থাৎ দৃশ্যপটের উপাদানগুলো বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। বক্তার প্রেক্ষাপট অনুসারে এজেন্ট বা প্যাশেন্ট যে কোনো একটির আবেদন অন্যটির তুলনায় বেশি হতে পারে এবং আবেদনের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে তারা চলক-পটভূমি (trajectory-Landmark) সংগঠন তৈরি করে (Evans & Green, 2006, p. 69)। দৃশ্যপটের যে উপাদানের আবেদন বেশি, সেটি চলকরূপে চিহ্নিত হয় এবং অন্যটি পটভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রেক্ষাপট অনুসারে যে উপাদানের সবচেয়ে বেশি আবেদন তৈরি হয়, সেটি হয় কর্তা। অর্থাৎ, চলক বাক্যে কর্তার ভূমিকা পালন করে। পটভূমি কর্মভূমিকা পালন করে। এবার আমরা নির্মিতি (৪) ও (৫)-এর কৃতিপরম্পরা তৈরি করব এবং শক্তি সঞ্চারণের ক্রম পর্যবেক্ষণ করব।

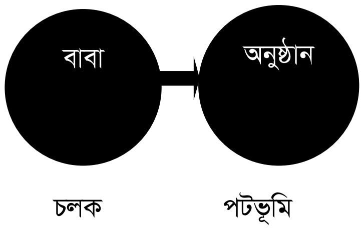

চিত্র-৪: (৪)-এর কৃতিপরম্পরা

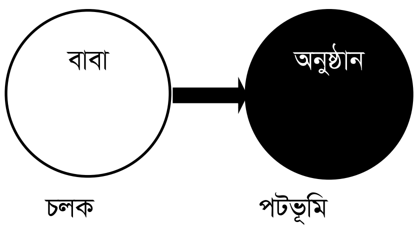

চিত্র-৫: (৫)-এর কৃতিপরম্পরা

নির্মিতি (৪) কর্তৃবাচ্য নির্দেশ করে, তাই এর কৃতিপরম্পরায় দুটি বলই উদ্দীপ্ত। কিন্তু নির্মিতি (৫) ভাববাচ্য নির্দেশ করে। তাই নির্মিতি (৫)-এ কর্তা উদ্দীপ্ত নয়।

সুতরাং দৃশ্যপট থেকে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেসব ভাষিক কোড উদ্দীপ্ত হলো বক্তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাদের আবেদনের তারতম্য থাকতে পারে। যে উপাদানটির আবেদন সর্বাধিক, তা কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং, প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা অনুযায়ী ভাষিক

রূপগুলো বিভিন্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত হতে পারে। বিন্যাসগুলো পরিশীলনের মধ্য দিয়ে উক্তি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নির্মিতি নির্মাণ করে।

৬.৩ পরিশীলন (abstraction)

পরিশীলন ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা নিচের নির্মিতিগুলো বিবেচনা করতে চাই:

(৬) বাবা অনুষ্ঠানে যাচ্ছে না।

(৭) বাবা অনুষ্ঠানে যেতে পারছে না।

(৮) অনুষ্ঠানে বাবার যাওয়া হচ্ছে না।

(৯) বাবা আগামীকালের অনুষ্ঠানে যাচ্ছে না।

(১০) বাবা আগামীকালের অনুষ্ঠানে কোনোভাবেই যাচ্ছে না।

একটি মাত্র দৃশ্যপট থেকে (৬)-(১০) নির্মিতিগুলো সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যপট থেকে আমরা নানা আকারে নির্মিতি তৈরি করতে পারি। আকারের হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে নির্মিতিগুলোতে প্রকাশিত তথ্যের পরিমাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি হবে। ১৯৫৭-পরবর্তী ব্যাকরণগুলোতে এ ব্যাপারটিকে মানুষের ভাষিক সৃজনশীলতা বলে অভিহিত করা হয়। ল্যাঙ্গেকারের মতে নির্দিষ্ট দৃশ্যপট থেকে পরিশীলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কনস্ট্রুয়াল তৈরি হয় (Evans & Green, 2006, p. 544)। পরিশীলন (abstraction) বলতে দৃশ্যপট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্য নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় (Evans & Green, 2006, p. 544)। একটি দৃশ্যপট মানুষের ব্যাকরণিক জ্ঞানে রক্ষিত বিভিন্ন আধারে অসংখ্য বিম্ব উদ্দীপ্ত করতে পারে। বক্তা পরিশীলনের মধ্য দিয়ে ঠিক করে নিতে চান কোন বিম্বগুলো নিয়ে তিনি কাঙ্ক্ষিত বার্তা তৈরি করবেন। সে বিম্বগুলো তাদের আবেদন অনুযায়ী ব্যাকরণিক ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে (৬)-(১০) নির্মিতিগুলোর পরে (১১) নির্মিতিটিও তৈরি হতে পারে।

(১১) বাবা আগামীকালের বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে পারছে না।

অনুষ্ঠান যে বিয়ের, এমন তথ্য যদি বক্তা বার্তায় রাখতে না চান, তাহলে তিনি 'বিয়ে' সংক্রান্ত বিম্ব তথা নির্মিতিটি বর্জন করবেন। অর্থাৎ বোধগণ ব্যাকরণ পরিশীলনের মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতার ব্যাকরণগণ দিক বর্ণনা করতে চায়। আমরা আজাদ (১৯৮৪/২০১০, পৃ: ১১২) থেকে দুটি উপাত্ত গ্রহণ করি:

(১২) আমার বাড়িটি ঝড়ে ভেঙে গেছে।

(১৩) *আমার কবিতাটি ঝড়ে ভেঙে গেছে।

আর্থ মানদণ্ড প্রয়োগে (১২) নির্মিতিটি ব্যাকরণগণভাবে শুদ্ধ এবং (১৩) নির্মিতিটি অশুদ্ধ। আমরা দেখতে চাই, বোধগণ ব্যাকরণের যে প্রণালিপদ্ধতি আমরা এণক্ষণ বর্ণনা করেছি, তা এ নির্মিতি দুটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে। আমরা এখন জানি, নির্বাচন, প্রেক্ষাপট ও পরিশীলনের ধাপগুলো পেরিয়ে বিভিন্ন প্রতীকী একক বোধগণ কলাকৌশলের চাহিদা পূরণ করে একটি নির্মিতি সৃষ্টি করে। বাংলা লেখকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষার জ্ঞান থেকে লেখকের জানা যে (১২) নির্মিতিটি বাংলাভাষীরা শুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য বলেই জানেন। কিন্তু (১৩) নির্মিতিটির ব্যাকরণিক সংগঠন বাংলাভাষীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও আর্থবিচারে এটি গ্রহণযোগ্য নির্মিতি নয়। তবে বাঙালি কবির কাছে (১৩) নির্মিতিটিও অর্থজ্ঞাপক হতে পারে।

বোধগণ ব্যাকরণবিদ প্রশ্ন করবেন যে (১৩) নির্মিতিটিতে 'ভেঙে গেছে'-র বিম্ব আর 'কবিতাটি'র বিম্ব পরস্পরের সাথে সমন্বিত হতে পারে কি না। আমরা জেনেছি, একটি নির্মিতি তার চেয়ে বড় নির্মিতির প্রদত্ত নকশায় নমুনা হিসেবে অংশ নিতে পারে। সুতরাং সব নির্মিতিই নকশা, যা তার সাথে ক্ষুদ্রতর নির্মিতির সমন্বয়কে অনুমোদন করে। বোধগণ কৌশলের শর্ত মেনে এ নকশায় অগণিত নির্মিতি নমুনা হিসেবে অংশ নিতে পারে। অর্থাৎ এ নকশাটি ঐ অগণিত নমুনার প্রতি সদৃশ আচরণ করে। এভাবে নকশাটি অর্জন করে ক্যাটেগরির মর্যাদা। সুতরাং কোন নকশায় কোন নমুনা বসতে পারে, তা জানতে হলে ক্যাটেগরি হিসেবে নকশাটির আচরণ জানতে হবে। তা থেকে জানা যাবে কোন নির্মিতিগুলো নকশায় নমুনা হিসেবে বসার অনুমোদন পাবে।

ক্যাটেগরি সৃষ্টির বিশদ আলোচনা করা হয় বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের বোধগণ শর্ত অংশে এবং কিছু পরিমাণে বোধগণ অর্থবিজ্ঞান অংশে (Evans & Green, 2006, p. 28)। (১২) এবং (১৩) নির্মিতি দুটি ব্যাখ্যা করার স্বার্থে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ক্যাটেগরি নিয়ে আলোচনা করব। বোধগণ ভাষাবিজ্ঞানের মতে, মানবভাষার কয়েকটি বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যের একটি হলো ক্যাটেগরি সৃষ্টির ক্ষমতা এবং ক্যাটেগরি তৈরির মাধ্যমে বোধগণ অভিজ্ঞতাকে ভাষায় রূপান্তর করার দক্ষতা (Croft & Cruse, 2004, p. 74)। তাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিটি অংশ-ধ্বনিবিজ্ঞান, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্বে- দেখিয়েছেন যে প্রতিটি অংশেই বিভিন্ন ভাষিক ঘটনা ক্যাটেগরিতে বিন্যস্ত থাকে (Evans & Green, 2006, pp. 30-35)। ক্যাটেগরির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার জন্য- চিরায়ত এবং প্রোটোটাইপ-

দুটি মডেল রয়েছে। চিরায়ত মডেল অনুসারে একটি ক্যাটেগরির সদস্য কারা হবে, তা নির্ধারিত হয় একগুচ্ছ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে। ক্যাটেগরির সদস্যগুলো গুচ্ছটির সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে (Croft & Cruse, 2004, p. 76)। ফলে কোনো একটি উপাদান হয় একটি ক্যাটেগরির পূর্ণ সদস্য, অথবা সে ঐ ক্যাটেগরির নয়। প্রতিটি ক্যাটেগরির একটি সীমারেখা রয়েছে, যা নির্দিষ্ট ও অমোচনীয়। ফলে একটি ক্যাটেগরির সকল সদস্য সমান মর্যাদা গ্রহণ করে। কিন্তু অধুনা প্রোটোটাইপ মডেল ক্যাটেগরির এ অমোচনীয় সীমারেখা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এবং প্রয়োজনীয় উপাত্ত হাজির করে চিরায়ত মডেলকে বাতিল প্রমাণ করেছে। প্রোটোটাইপ মডেল অনুসারে একই মর্যাদা গ্রহণ না করেও ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত হওয়া যেতে পারে। প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে 'পাখি' ক্যাটেগরিতে 'কাক', 'বুলবুলি', 'চড়ুই' যেভাবে পাখিত্বের সর্ববৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, 'উটপাখি' তা প্রদর্শনে অক্ষম। 'কাক', 'বুলবুলি', 'চড়ুই'-এর সাথে কেবল কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্যের মিল থাকায় 'উটপাখি' 'পাখি' ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, একটি ক্যাটেগরির সকল সদস্য সমমর্যাদা গ্রহণ করে না (Croft & Cruse, 2004, p. 77)। কোনো কোনো সদস্য ক্যাটেগরির প্রকট সদস্য। এদের বলা হচ্ছে প্রোটোটাইপ। আর কোনো কোনো সদস্য ক্যাটেগরিতে রয়েছে অল্প কিছু শর্ত পালন ক'রে। এরা ঐ ক্যাটেগরির প্রচ্ছন্ন সদস্য। প্রচ্ছন্ন সদস্যগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে সেটি অন্য কোনো ক্যাটেগরিরও প্রচ্ছন্ন সদস্য। একারণেই তার পক্ষে কোনো ক্যাটেগরির প্রকট সদস্য হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ক্যাটেগরির সীমারেখা নির্দিষ্ট ও অমোচনীয় নয়, বরং, একটি ক্যাটেগরি তার সীমারেখায় অন্যান্য ক্যাটেগরির সাথে অঞ্চল শেয়ার করতে পারে। অর্থাৎ ক্যাটেগরির সীমারেখা আসলে অস্পষ্ট (fuzzy)। ক্যাটেগরির সেসব সদস্য এমন অস্পষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করে, তারা সাধারণত সমাজে ঐ ক্যাটেগরির সদস্য হিসেবে অপ্রচলিত। তবে প্রচ্ছন্ন কোনো সদস্য সামাজিক বিভিন্ন প্রভাবে প্রকট এবং প্রকট কোনো সদস্য সামাজিক কারণেই প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে।

নির্মিতি নকশা প্রদান করে এবং প্রতিটি নকশাই ক্যাটেগরি। সুতরাং এ ক্যাটেগরিতে যেসব নির্মিতি নমুনা হিসেবে বসতে পারে, তারা ঐ ক্যাটেগরির প্রকট বা প্রচ্ছন্ন সদস্য। 'ভেঙে গেছে' নির্মিতিটি যে নকশা প্রদান করে, তাতে 'বাড়িটি' নকশার প্রকট সদস্য হিসেবে বসতে পারে। ফলে (১২) নির্মিতিটি সমাজে বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত। কিন্তু বোধগণ কৌশলের শর্ত মেনে 'কবিুটি' যদিও এ নকশায় বসতে পারবে, কিন্তু এটি নকশার জন্য প্রচ্ছন্ন উপাদান। এ নির্মিতি সমাজে বারংবার (frequently) ব্যবহৃত হয় না। ফলে (১৩) নির্মিতিটি প্রথাসম্মত নয়। তাই সব ভাষীর কাছে নির্মিতিটি

অর্থজ্ঞাপন করতে পারে না। কিন্তু কারো কারো কাছে-কবিদের কাছে-অর্থ জ্ঞাপন করতে পারে। অর্থাৎ এ ধরনের নির্মিতি ক্যাটেগরির অস্পষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত। দেখা যাচ্ছে এরকম অপ্রচলিত নির্মিতিকে বোধগণ ব্যাকরণ অশুদ্ধ বলে বর্জন করে না। কারণ এই অপ্রচলিত নির্মিতি ক্যাটেগরির প্রোটোটাইপ মডেলের সংজ্ঞা মেনে প্রচলিত হয়ে যেতে পারে।

এবার, নিচের নির্মিতিটি বিবেচনা করি:

(১৪) আমার জুতাটি ঝড়ে ভেঙে গেছে। এই নির্মিতিটি অর্থহীন। জুতা ভেঙে যায় না। বোধগণ ব্যাকরণের কৌশলগণ শর্ত এই নির্মিতিতে পূরণ হয় না। 'জুতা' এবং 'ভেঙে যাওয়া' পরস্পরের প্রতিনিধিত্ব করে না। বোধগণ অর্থবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তা প্রমাণ করা যেতে পারে। তাই এ ধরনের নির্মিতি তৈরি হতে বোধগণ ব্যাকরণ শুরুতেই বাধা দেবে। ফলে দৃশ্যপট থেকে এ ধরনের উপাদান নির্বাচিত হবে না। অর্থাৎ নির্মিতিটি তৈরির সম্ভাব্যতার কোনো প্রশ্ন আসে না। যে নির্মিতি তৈরি হতে পারে না, তাকে আলাদাভাবে অশুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন নেই। সুতরাং বোধগণ ব্যাকরণ অশুদ্ধ বাক্য তৈরি হতে দেবে না এমন নয়, বরং বোধগণ ব্যাকরণ এই প্রস্তাব দেবে যে ব্যাকরণ কেবল শুদ্ধ বাক্যের নির্মাণ কৌশল বর্ণনা করে এবং মানুষ কেবল শুদ্ধ বাক্যই উচ্চারণ করে। এ বর্ণনায় ব্যাকরণ অনুশাসিত হয় বোধগণ দক্ষতা দ্বারা, ঠিক যেমন বোধগণ দক্ষতারাজি মানুষের অন্য সমস্ত কার্যাবলিকে অনুশাসন করে। প্রথাগণ ব্যাকরণের বিচারে যেসব বাক্যের গঠন দুর্বল, সেগুলোর দুর্বলতার কারণ বোধগণ ব্যাকরণে বোধগণ দক্ষতার সাহায্য নিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়।

৭. উপসংহার

বোধগণ ব্যাকরণের সাথে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের প্রধান পার্থক্য হলো সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে ভাষার জন্য স্বতন্ত্র বোধগণ দক্ষতা প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বোধগণ ব্যাকরণের মতে ভাষাদক্ষতা ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো স্বতন্ত্র বোধগণ দক্ষতা প্রস্তাব করার প্রয়োজন নেই। যেসব বোধগণ দক্ষতা মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রে স্বীকৃত, সেগুলোর সাহায্যেই মানুষের ভাষাদক্ষতা সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ সূত্রভিত্তিক। এ শাস্ত্রে সূত্র দ্বারা বাক্যের আচরণ নির্ধারিত হয়। বোধগণ ব্যাকরণ সূত্রকে অস্বীকার করে। এ শাস্ত্র অনুযায়ী, বহুমুখি বোধগণ সম্পর্কে আবদ্ধ বিভিন্ন প্রতীকী গোলক নকশা-নমুনা সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্মিতি তৈরিতে অংশ নেয়। বক্তা নির্মিতি তৈরির কলাকৌশল মেনে দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদানের আবেদন বিবেচনা করে উক্তি তৈরি করে। এ মূলতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বোধগণ ব্যাকরণ একটি

নির্দিষ্ট ভাষার অৎস্র উক্তিবিন্যাস ব্যাখ্যায় উদ্যোগী থাকে। যত বেশি সংখ্যক উক্তিবিন্যাস ব্যাখ্যা করা যায়, বোধগণ ব্যাকরণের বর্ণনামূলক উপযোগিতা (descriptive adequacy) তত বৃদ্ধি পায় । যদি প্রস্তাবিত তত্ত্ব কোনো উক্তি ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হয়, তবে ব্যাকরণবিদ তাঁর তত্ত্বের প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রস্তাব করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন (২০১০)। *বাক্যতত্ত্ব*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪)।

Atkinson, Q. D. (2011). Phonetic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa. *Science, 332*(6027). Available from https://www.researchgate. net/

Berwick, R., & ChomsKy, N. (2011). The Biolinguistic Program; The Current State of its Development. In A. Sciullo, & C. Boeckx, *The Biolinguistic Enterprise: New Perspectives on the Evolution and Nature of the Human Language Faculty* (pp. 19-41). Oxford: Oxford University Press.

Croft, W., & Cruse, D. (2004). *Cognitive Linguistics.* Cambridge: Cambirdge University Press.

Evans, V., & Green, M. (2006). *Cognitive Linguistics An Introduction.* Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

Hamawand, Z. (2011). *Morphology in English: Word Formation in Cognitive Grammar.* London: Continuum International Publishing Group.

Langacker, R. W. (2008). *Cognitive Grammar: A Basic Introduction.* NewYork: Oxford University Press Inc.